মুক্তিযুদ্ধে ব্যাক্তি বিশেষের অবদান এবং মূল্যায়ন

বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কালো রাত ২৫শে মার্চের পর, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকালে আমাদের মত সাইন্স ল্যাবরেটরী এবং এলিফেন্ট রোড এলাকার বাসিন্দাদের কাছে খবর আসে পাকিস্তানী সৈন্যরা লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (আগরতলা মামলার ২ নম্বর আসামী) কে হত্যা করেছে। লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন নিউ এলিফেন্ট রোড এ অবস্থিত গুলবাগ মসজিদের উলটা দিকের গলিতে অবস্থিত কারমোফোম' এর পিছনে অবস্থিত 'লন্ডন ইলেক্ট্রনিক্স' উপরের বাসায় থাকতেন।

লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এর নিকটাত্মীয় সিডনী বাসী জনাব সরদার আমীর আজম লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন উপর একটি বই লিখেছেন। জনাব সরদার আমীর আজম সম্প্রতি আমাকে বইটি উপহার দিতে আসেন এবং কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন'এর যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় নাই!

আমি জনাব সরদার আমীর আজম সাহেব'কে তার মহতী উদ্যোগ এর জন্য অজশ্র ধন্যাবাদ দেই এবং সেই সাথে উল্লেখ করি যে, লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন'এর নামেই কাপ্তাই'এ অবস্থিত বি, এন, এস শহীদ মোয়াজ্জেম নামকরন করা হয়েছে। যা এক অতি র্দূলভ প্রাপ্তি, যে কোন শহীদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসাবে। এছাড়াও লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন' মরনোত্তর স্বাধীনতা দিবস পদক পেয়েছেন।

আমি প্রসংগক্রমে প্রশ্ন করি, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যার আবদান এবং স্থান বঙ্গবন্ধুর পরেই; আর আমাদের মূক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যার অবদান সবচেয়ে বেশী, সেই শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ এর অবমূল্যায়ন ছাড়া কোন মূল্যায়নই হয় নাই! এমনকি আওয়ামী লিগ সরকার, দশ বছরের বেশী সময় ধরে ক্ষমতায় থাকলেও শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সহ জাতীয় চার নেতার হত্যার বিচার সম্পন্ন করে নাই!!

সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা' গ্রন্থে শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ এর জ্যেষ্ঠ কন্যা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শারমিন আহমদ ১৯৭১ সালের অনেক ঘটনার র্বণনা দিয়েছেন। আমাকে আনেকেই এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন, বিশদ জানতে চেয়েছেন যে আসলেই কি মুজিব বাহিনী যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ'কে হত্যা করতে চেয়েছিল, কারা গঠন করেছিল এই মুজিব বাহিনী, কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য?

জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ' কেবল বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক। তিনি কেবল একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরিণত সমাজভাবনা ও রাষ্ট্রচিন্তার অধিকারী। এই দুইয়ের যোগফল সব দেশেই কম দেখা যায়। তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-৭৫) যে দেশের মানুষের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাননি, এ-দুর্ভাগ্য যতটা তাঁর, তার চেয়ে বেশি আমাদের সকলের।

তিনি যখন যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন লাভ করে বিপুল ভোট পেয়ে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, তখনো তাঁর বয়স তিরিশ হয়নি। আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেওয়ার বিষয়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বারবার গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘকাল তিনি কারাগারে কাটান।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত সহকর্মী হিসেবে তিনি ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি-নির্ধারণে বড়ো ভূমিকা পালন করেন। এ-দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্মম আক্রমণের পরে তিনি সহকর্মী ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে চলে যান এবং ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতেই দলের ভিতর ও বাইরে থেকে তাঁকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি কোন অধিকারবলে প্রধানমন্ত্রী হলেন, তাঁকে এ-প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় দল থেকেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-অর্জনের পক্ষে তাঁর অনমনীয় মনোভাবের অনেক ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয়, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপদ প্রত্যার্বতন কামনা করেন না।

সংগ্রামের এক পর্যায়ে আমেরিকা প্রশ্ন তোলে—'স্বাধীনতা চাও, না মুজিবকে চাও?' এর উত্তরে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ বলেছিলেন, 'স্বাধীনতাও চাই, মুজিবকেও চাই। স্বাধীনতা এলেই মুজিবকে পেতে পারি।' কারণ, আমি জানতাম, আদর্শের মধ্যে শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরদার হবে। আর এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হতে পারে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ২৭ বছর রাজনীতি করেছি, তাঁকে আমি গভীরভাবে জানি'। এখানে যদিও তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেছেন, তবে প্রশ্নটা তাঁর দলের মধ্য থেকে, এমনকি তাঁর মন্ত্রিসভার মধ্য থেকে, উত্থাপিত হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ মার্কিন সহায়তায় পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস করতে চেয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস হয়ে গেলে তাজউদ্দীন তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে রেখেও সকল দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি দেন। (মোশতাক এই পরাজয় কখনো ভোলেননি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-অর্জনের পরে তাঁর সর্বক্ষণের কাজ হয়েছিল সর্বক্ষেত্রে তাজউদ্দীনের বিরোধিতা করা।)

অন্যদিকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র-র (RAW; Research and Analysis Wing) ২০শে এপ্রিলই আওয়ামী লিগের যুব নেতাদের নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করে। যার নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ। ক্ষমতালোভী শেখ মনি রীতিমত তাজউদ্দীন বিরোধী ভূমিকা পালন করতো। মনি বঙ্গবন্ধুর ভাগিনা হিসাবে নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের দাবিদার হিসাবে মনে করতো! এক পর্যায়ে অক্টোবর মাসে মুজিব বাহিনী'র এক সদস্য জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ'কে হত্যার চেষ্টা করে।

এই চার যুবনেতাদের মধ্যে শেখ মনি যখন যে কোন উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় উন্মত্ত, তখন তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খান বরাবরের মত মুজিব বাহিনী'র মেধাবী এবং ত্যাগী অংশের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। যা পরিস্কার হয়ে উঠে পরর্বতীতে জাসদ গঠনের সময়। তাই ছাত্রলীগ এবং যুবনেতাদের মধ্যে ত্যাগী এবং মেধাবী অংশের সিংহ ভাগ যোগ দেয় জাসদে এবং ধান্ধাবাজ অংশের সিংঘভাগ যোগ দেয় শেখ মনির যুবলীগে। মুজিব বাহিনী'র মত যুবলীগ'ও নেতিবাচক ভূমিকার জন্য বিতর্কিত হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শেখ মনি যে রকম ক্ষতিকারক ভূমিকা রেখেছিলেন, স্বাধীনতার পরে তা আরো ব্যাপক আকার ধারন করে। ১৯৭২ – ১৯৭৫ সময়ে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লিগ সরকার'কে 'অজনপ্রিয় এবং জনবিছিন্ন' করার পিছনে এই যুবলীগের অবদান সবচেয়ে বেশি। শেখ মনি জীবনে একটি কাজ খুবই সফলতার সাথে করেছিল, তা হলো, বংগবন্ধুর সাথে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ'এর দুরত্ব সৃষ্টি করা। সাপের মত বিষাক্ত এবং শিয়ালের মত ধূর্ত, খন্দকার মোশাতাক এই ব্যাপারে সব সময় শেখ মনিকে ইন্ধন জোগাত। আওয়ামী লিগের ডানপন্থী অংশের নেতা মোস্তাকের নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল, এবং সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটে ১৫ আগষ্ট সকালে। স্বভাবতই, শেখ মনি মোস্তাকের ছোবল থেকে রক্ষা পাননি। ক্ষমতা হারানোর পূর্ব মূহুর্তে খন্দকার মোশাতাক পরিকল্পনা মাফিক মরন কামড় দেয়, আর জেলের মধ্যে হত্যা করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সহ জাতীয় চার নেতাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৭৪ সালে মহসীন হলের টি ভি রুমের সামনে ৭ খুন এর ঘটনা ছিল যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের কোন্দলের ফসল, যার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল কামরুল নামের এক যুবলীগ ক্যাডার। ফলশ্রুতিতে ততকালীন ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানের (শফিউল আলম প্রধান পরর্বতীতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এবং জিয়াউর রহমান কতৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত; জেলথেকে মুক্তির পর বায়তুল মোকারমের 'গিনি জুয়েলার্স' এর ডাকাতির ঘটনায় জড়িত এবং শেষ পর্যন্ত জাগপা নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে) নেতৃত্বে ছাত্রলীগের ক্যাডার'রা কোহিনুর সহ সাতজন যুবলীগের ক্যাডার'কে সূর্যসেন হল থেকে উঠিয়ে এনে মহসীন হলের টি ভি রুমের সামনে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের অনেক ছাত্রের সাথে আমিও পরদিন সকালে মহসীন হলের সেই টি ভি রুমের সামনে রক্ত এবং বুলেটের খোসা দেখতে পাই। শুধু ঢাকায় নয়, বিভিন্ন জেলায় যেমন বগুড়ায় যুবলীগ নেতা খসরু, রানা পাবনায় ফখরুল প্রমূখ চরম বিভিষীকা'র সৃষ্টি করেছিল।

স্বাধীনতার পরর্বতীতে, বিশেষত ১৯৭৫ সালে,শেখ মনি বঙ্গবন্ধুর পর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যাক্তিত্বে পরিনত হয়। বাকশাল গঠনের সময় শেখ মনি সব সিনিয়র নেতাকে ডিঙ্গিয়ে বাকশালের সাধারন সম্পাদক পদ লাভ করে!

এই প্রসংগে কিছুদিন আগে মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শাসক হযরত ওমরের একটি বানী খুবই প্রানিধানযোগ্য (appropriate) মনে হচ্ছিল। "তোমার শত্রুরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, যতক্ষন তোমার বন্ধুরা তোমার সাথে থাকবে"। নিজের উচ্চাভিলাশ চরির্তাথ করার জন্য শেখ মনি অতন্ত্য সাফল্যের সাথে বঙ্গবন্ধুকে বন্ধুশূন্য করে ফেলে।

গ্রন্থপঞ্জি

গোলাম মুরশিদ, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর।

মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১

A. QAYYUM KHAN, BITTERSWEET VICTORY

S.A. Karim, Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy

Faruk Aziz Khan, Spring 1971, Dhaka

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

আনিসুজ্জামান, আমার একাত্তর

কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন আহমদ/বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর

তাজউদ্দীন আহমদের আলোকভাবনা

তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী, ১৯৪৭-১৯৪৮

তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী, ১৯৪৯-১৯৫০

তাজউদ্দীন আহমদের সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনা

বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খণ্ড

সিমিন হোসেন রিমি, আমার ছোটবেলা, ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ

সিমিন হোসেন রিমি (সম্পাদিত), তাজউদ্দিন আহমদ/ইতিহাসের পাতা থেকে

সিরাজউদ্দীন আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ: দলিলপত্র, ২-৬ খণ্ড

তারেক রহমানের সাম্প্রতিক বিতর্কিত বক্তব্য সম্পর্কে আমার মতামত আগামী পর্বে উদাহরন সহ বাখ্যা করার আশা আছে।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ৭ জুন, সিডনী victory1971@gmail.com